রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কে যে সত্যগুলো সবার জানা দরকার

(১) রামপাল কি সুন্দরবনে অবস্থিত?

রামপাল সুন্দরবনে অবস্থিত নয়

রামপাল সুন্দরবনের প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কিলোমিটার ও ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সেন্টার থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে।

(২) এ প্রকল্পে কি ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে?

রামপাল প্রকল্পে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকেল টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে।

(৩) এ প্রকল্পে দূষণের মাত্রা কেমন হবে?

এতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ হবে অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ।

- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে ২৭০ মিটার উঁচু চিমনি স্থাপন, দূষিত উপাদানসমূহ যেমন ফ্লাইঅ্যাশ নিয়ন্ত্রণে ESP, SOx নিয়ন্ত্রণে FGD, NOx নিয়ন্ত্রণে Low NOx Burner ব্যবহার করা হবে;

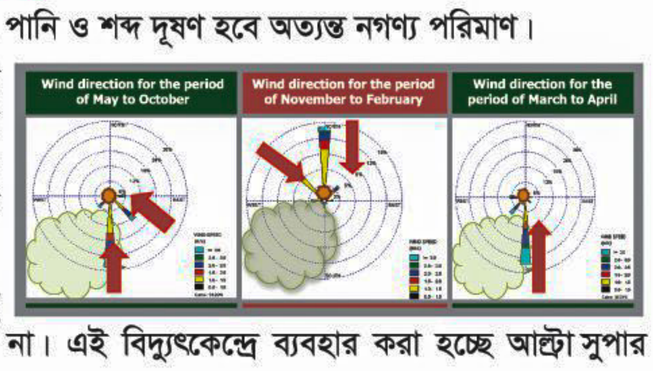

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রবাহিত বায়ু বছরের ৮-৯ মাস সুন্দরবনের দিকে যাবে না। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে আল্ট্রা সুপার টেকনোলজি।

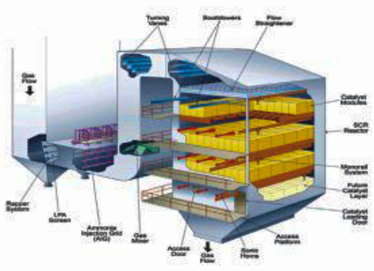

NOx নিয়ন্ত্রণ

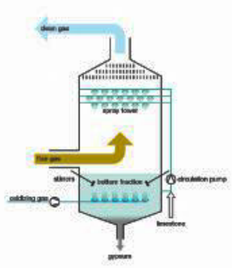

পারদ দূরীকরণ

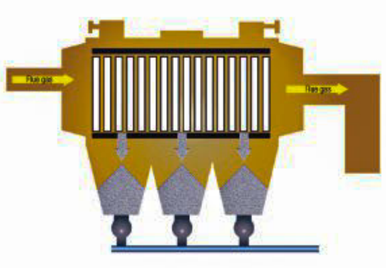

ফ্লাইঅ্যাশ নিয়ন্ত্রণ

- বিদ্যুৎকেন্দ্রে পানি ব্যবহারে ক্লোজ সাইকেল কুলিং ওয়াটার সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। পশুর নদী জোয়ার ভাটার নদী হওয়াতে এবং শুষ্ক মৌসুমে মোট প্রবাহের মাত্র ০.০৫% পানি ব্যবহার হবে বিধায় কোন প্রভাব পড়বে না।

- কয়লা পরিবহনে অত্যাধুনিক ঢাকনাযুক্ত জাহাজ ব্যবহার করা হবে, ফলে কোন পানি ও শব্দ দূষণ হবে না। এর সাথে সাথে প্রকল্পের চারিদিকে শব্দ নিয়ন্ত্রক সীমানা প্রাচীর ও বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ও পরে দূষণকারী উপাদান সমূহের তুলনামূলক চিত্র

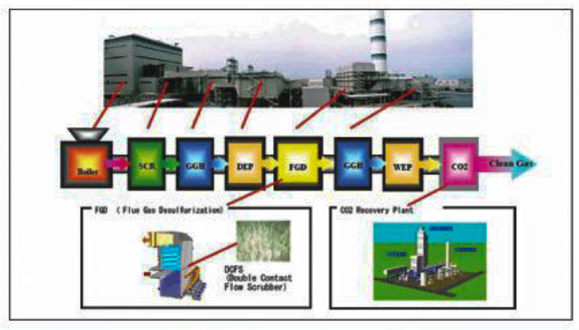

দূষণকারী উপাদান	বর্তমান অবস্থা	প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থা	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড	বিশ্ব ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড
NOx µg/nm3	২.২	২.৩	১০০	৪০
SOx µg/nm3	২.১	২.২	৮০	-
PM2.5 µg/nm3	৩.১	৩.৩	১৫	১০
PM10 µg/nm3	৬.৫	৬.৮	৫০	২০

(৪) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে?

তাইওয়ানের তাইচুং শহরের মাঝে কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্প

জার্মানীর রাইন নদীর তীরে শহরের পাশে কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্প

জাপানের ইয়োকোহামা শহরের পাশে কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্প

(৫) আমাদের দেশে কি ইতোপূর্বে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে? হয়ে থাকলে পরিবেশের উপর এর প্রভাব কি?

আমাদের দেশে ইতোপূর্বে পুরোনো সাব ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বড় পুকুরিয়ায় স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলে এ এলাকায় পরিবেশের কোন ক্ষতি হয়নি।

(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নে এসব ব্যবস্থা নেয়া হবে তার নিশ্চয়তা কি?

- এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বের স্বনামধন্য জার্মানভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Fichtner কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়েছে।
- এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মনিটর করার জন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি জাতীয় মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে।

সুন্দরবন নিয়ে দেশে ও দেশের বাইরে মানুষের এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠাই প্রমাণ করে সবাই সুন্দরবন কে কতটা ভালবাসে। আমরাও সবার মত চাই সুন্দরবনের যেন কোন ক্ষতি না হয়, সুন্দরবন যেন আজীবন সুন্দর থাকে।

তাই সুন্দরবনের ১৪ কি.মি. বাইরে রামপালে যে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হবে তা থেকে শুধুমাত্র সুন্দরবনই নয় একই সাথে পুরো বাগেরহাট জেলার যেন কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক প্রযুক্তিগত সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সুন্দরবন সুন্দর থাক, বাংলাদেশ এগিয়ে যাক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ বিভাগ